হরমুজ পেরিয়ে ভারতে আসছে সারবাহী ৪ জাহাজ, আপাতত স্বস্তি

দিল্লি, ২৩ জুন— ইরান-আমেরিকা শান্তি সমঝোতার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ হরমুজ প্রণালী। কয়েক মাসের সংঘাতের জেরে কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়া এই জলপথ দিয়ে আবারও পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল শুরু করেছে। তারই অংশ হিসেবে প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার টন সার ও কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল নিয়ে ভারতগামী চারটি জাহাজ নিরাপদে হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করেছে। তবে পরিস্থিতির উন্নতি হলেও পুরোপুরি স্বস্তির নেই সংশ্লিষ্ট মহল। কারণ, স্বাভাবিকতার ইঙ্গিত মিললেও অনিশ্চয়তার মেঘ এখনও পুরোপুরি কাটেনি।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতে আসা চারটি জাহাজে রয়েছে প্রায় ৯২ হাজার টনের বেশি ইউরিয়া, ৫৫ হাজার টন ডিএপি এবং ৩২ হাজার টনেরও বেশি সালফার। জাহাজগুলি আগামী কয়েক দিনের মধ্যে কৃষ্ণাপত্তনম, কান্ডিনাদা, পারাদ্বীপ এবং মুন্দ্রা বন্দরে পৌঁছবে। গালাসের পর সেগুলি সরাসরি দেশের সার মজুতের ভাণ্ডারে যুক্ত হবে। এই সার

চলতি খরিফ মরসুমে কৃষকদের চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

কিন্তু এই ইতিবাচক খবরের পাশাপাশি উদ্বেগের কারণও রয়েছে। এখনও হরমুজ প্রণালীর ভেতরে ও আশপাশে প্রায় ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টন ইউরিয়া এবং আড়াই লক্ষ টনের কাছাকাছি ডিএপি সার আটকে রয়েছে। অর্থাৎ বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল শুরু হলেও সরবরাহ ব্যবস্থা এখনও পুরোপুরি ছন্দে ফেরেনি।

রাসায়নিক ও সার মন্ত্রকের তথ্য বলছে, দেশের সারের মজুত বর্তমানে আগের বছরের তুলনায় অনেক বেশি। আন্তর্জাতিক বাজার থেকেও অতিরিক্ত ইউরিয়া সংগ্রহ করা হয়েছে। ফলে আপাতত খরিফ মরসুমে সারের ঘাটতির আশঙ্কা নেই বলেই মনে করছে সরকার। তবে বিপুল পরিমাণ পণ্য এখনও আটকে রয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি এখনো অনেকটাই অনিশ্চিত।

তবু বিশেষজ্ঞদের মতে, হরমুজ প্রণালীর পরিস্থিতির উপর এখনও সতর্ক নজর রাখা প্রয়োজন। কারণ যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ এখনও অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ইরান স্পষ্ট জানিয়েছে, হরমুজ আর আগের অবস্থায় ফিরবে না এবং এই জলপথে তাদের নজরদারি আরও বাড়বে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতের কোনও ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে আমেরিকার সঙ্গে একটি বিশেষ হটলাইন চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ অচলাবস্থার পর হরমুজ ধীরে ধীরে স্বাভাবিকতার পথে চলা শুরু করছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে আলোচনার জেরে হরমুজ দিয়ে জাহাজ চলাচল বাড়ছে। মেরিনট্র্যাফিকের তথ্যানুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় অন্তত ২ ডজন বাণিজ্যিক জাহাজ এই করিডোর দিয়ে যাতায়াত করেছে।

কাতারে ১২ ভারতীয়র মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ জয়শঙ্করের

দিল্লি, ২৩ জুন— কাতারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল রাস লাফানে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রাণ হারালেন ১৩ জন। তাঁদের মধ্যে ১২ জনই ভারতীয় নাগরিক। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। নিহতদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে ভারত সরকার।

মঙ্গলবার এক বার্তায় বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর জানান, এই দুর্ঘটনার খবর তাঁকে গভীরভাবে মর্মাহত করেছে। দোহায় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস কাতার প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে। নিহতদের মরদেহ দ্রুত ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

রবিবার গভীর রাতে রাস লাফান শিল্পনগরীর বারজান গ্যাস সরবরাহ কেন্দ্রে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এরপরই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তরল প্রাকৃতিক গ্যাস বা

এলএনজি উৎপাদন ও রপ্তানি কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এই শিল্পাঞ্চলে মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। কাতার সরকারের তথ্য অনুযায়ী, ঘটনায় মোট ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ১২ জন ভারতীয় এবং একজন পাকিস্তানি নাগরিক। আহত হয়েছেন আরও ৬৬ জন। তবে স্বস্তির খবর, আহতদের সকলেই আপাতত স্থিতিশীল এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

প্রাথমিক তদন্তে কাতার প্রশাসনের অনুমান, এটি কোনও নাশকতার ঘটনা নয়। ইরানের হামলার জেরে আগে বহু হয়ে যাওয়া প্ল্যান্ট পুনরায় চালু করার সময় প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণেই বিস্ফোরণ ঘটে থাকতে পারে। যদিও ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। কাতারের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জাতীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস সংস্থা কাতার এনার্জি এবং সেই দেশের জ্বালানি মন্ত্রক জানিয়েছে, বিস্ফোরণের ফলে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কোনও গ্যাস ছড়িয়ে পড়েনি এবং দেশের এলএনজি উৎপাদন বা রপ্তানি কার্যক্রমেও আপাতত কোনও প্রভাব পড়েনি।

লখনউ অগ্নিকাণ্ডে মৃত ১৮, গ্রেপ্তার ভবনের মালিক

লখনউ, ২৩ জুন— উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের আলিগঞ্জ এলাকায় একটি বাণিজ্যিক ভবনে ভয়াবহ আগুনে ১৮ জনের মৃত্যু ঘটেছে। এই ঘটনায় চার জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, ভবনটিতে অগ্নি-নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক গুরুতর গাফিলতি রয়েছে। আলিগঞ্জ থানায় দায়ের হওয়া এফআইআরে ছয় জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ওই ভবনের তিন মালিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁরা হলেন রামকৃষ্ণ উপাধ্যায়, বীরেন্দ্র প্রসাদ শুক্লা এবং তুষাঙ্ক কৃষ্ণ জয়সওয়াল।

ফর্ম নং ৩
[দেখুন রেজ়িলেশন-১৬(১)(ঙ)]
খণ্ড পুনঃগ্রহণের আদালত কলকাতা
(ডিক্রারাট ২)
অষ্টম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪৯ সি ডব্লু রোড নেতাজি রোড, কলকাতা- ৭০০০৭১
কেস নং: ওএ/৪৩৭/২০২৪

আরটিজি সেকশন ১৯-এর সাব সেকশন (৪) তথা রেকার্বি বিকারটি ইন্টিগ্রেশন (রেমিডিয়ন) রুলস, ১৯৯৭-এর রুল ৫-এর সাব-রুল (২৫)-এর নির্দিষ্টে সমন।

ইএসবিআই বনাম ৬৯০৩
ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
বনাম
মেসার্স রয়্যাল ট্রেডিং

প্রতি,
(১) মেসার্স রয়্যাল ট্রেডিং, শেখ কাজানোভ স্বত্বাধিকারী, শীতবাস টাওয়ার, চেম্বার্স ফ্লোর, (কোরাসেন্স টাওয়ারের কাছে), ইন্দ্র, খড়গপুর পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৩০৩
(২) শেখ রমজান, শেখ জাহিরের পুত্র, মেসার্স রয়্যাল ট্রেডিং-এর অন্যতম অংশীদার, শীতবাস টাওয়ার, চেম্বার্স ফ্লোর, (কোরাসেন্স টাওয়ারের কাছে), ইন্দ্র, খড়গপুর পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৩০৩
(৩) শেখ রমজান, শেখ জাহিরের পুত্র, মেসার্স রয়্যাল ট্রেডিং-এর অন্যতম অংশীদার, শীতবাস টাওয়ার, চেম্বার্স ফ্লোর, (কোরাসেন্স টাওয়ারের কাছে), ইন্দ্র, খড়গপুর পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৩০৩
এছাড়াও: ধরিত্রী, শেখ অফিস: বেলপাহাড়ী, বেলপুর বেলগড়ে মেদিনেশ্বর কাছে, পুলিশ স্টেশন- খড়গপুর পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৩০৩

সমন

যেহেতু, ৪৪/৪২৫/২০২৪ সম্প্রতিটি অধিকারী আধিকারিক/রেজিস্ট্রিতে উপস্থিতিতে ২৫/০২/২০২৪ তারিখে নথিভুক্ত।
যেহেতু, এই সমনটি ন্যায়সঙ্গত যে উক্ত আবেদনের সাপেক্ষে আদালতের বিরুদ্ধে ব্যক্তি থাকা ৫৪০০০১৬ টাকা আদায়ের জন্য আরটিজি সেকশন ১৯(৪) (৬৫) অনুযায়ী সমন/ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। (সমন নথি এবং কারণ ইন্ডারির সাথে আবেদন সংযুক্ত করা হয়েছে)।
আরটিজি সেকশন ১৯-এর সাব সেকশন (৪) অনুযায়ী আপনি এর অধীনে প্রতিবাদীদের নিম্নলিখিত নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে:
(১) কেন রাখেন রাখা অনুমোদন করা উচিত নয় সেই খাতাের সমন পাওয়ার তারিখ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে হবে।
(২) সম্পত্তির বা বিদেশ বিবরণ অথবা সম্পত্তি ছাড়া অন্য সম্পত্তের এবং আবেদনকারী দ্বারা দাবের আবেদনের ক্রমিক নং: ৩৪-তে উল্লেখ করা সম্পত্তের ক্রয় প্রকাশ করতে হবে।
(৩) সুরক্ষিত সম্পত্তি এবং এই জাতীয় অন্যান্য সম্পত্ত এবং সম্পত্তি যা প্রকৃত আবেদনের ক্রমিক নং ৩৪-তে প্রকাশ হয়েছে সেগুলি নিয়ে কোনও কেনেদেন বা বিলেনি বিক্রি থেকে আপনাদের সংযত থাকতে হবে, যেহেতু এই অগ্রসর অগ্রাহ্য এবং নিষ্পত্তি বলি আছে।
(৪) আদালতের পূর্বানুমোদন ব্যতীত যে কোনও সম্পদ, সম্পদ্য ব্যবসায়িক কাজ দ্বারা আপনারা বিক্রয়, বিক্রি বা অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন কোনও সম্পদ হস্তান্তর করতে পারবেন না যার উপর ডিক্রিডারিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করা হয়েছে এবং/অথবা অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তিসমূহ যা আজ আবেদনের ক্রমিক নং ৩৪-তে উল্লেখ করা হয় প্রকাশ করা হয়েছে।
(৫) সমাধান ব্যবস্থা এবং অন্য পক্ষার জন্য সুরক্ষিত সম্পত্তের বা অন্যান্য সম্পত্তের বিক্রির ক্ষেত্রে আপনি দায়ী থাকবেন, যার হিসাব এবং ডিক্রিডারিটি ইন্টারেস্ট এই সমস্ত সম্পত্তের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক বা অর্থনৈতিক সংস্থার সাথে যুক্ত।
এছাড়াও আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আবেদনকারীর কাছে একটি লিখিত বিবৃতি তার নকল সহ দাখিল করা এবং ২১/০৮/২০২৪ তারিখে সকাল ১০:৩০-এর সময় রেজিস্ট্রারের কাছে উপস্থিত হওয়া। যাতে বার্থ হলে আপনার অনুপস্থিতিতেই আবেদন শোনানো হবে এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
এই আদালতের সিল সাক্ষরে আমার দ্বারা প্রদত্ত হল ০৭/০৫/২০২৪ তারিখে।

স্বাক্ষর/-
আরটিআরটি রেজিস্ট্রার
কলকাতা ডিভারাটি-২

ইউকো ব্যাঙ্ক UCO BANK
ইউকো ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা
৫, এল.এম.আর সরণি, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০২০
মিনার্ভা ব্রাঞ্চ কমপ্লেক্স

অ্যাপেনডিক্স-IV [রুল-৮(১)]
অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকন্সট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (৫৪ অফ ২০০২)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ সহ পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে ন্যায় ক্ষমতাবলে, ইউকো ব্যাঙ্ক, ধর্মতলা স্ট্রিট শাখার অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, আনোয়া বিল্ডিং প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পরিমাণ হিসেবে ২৩.০২.২০২৬ তারিখে ৭৮,৯২,৭৫৪ টাকা (আটাত্তর লাখ একানব্বই হাজার সাতশো পঞ্চান্ন টাকা মাত্র) (৭২,৭২,০৭৬ অফিস পার্থক্য ধার সুদ সমেত) তথের সুদ পরিশোধ করে অফারিত্রা মেসার্স ডিস্ট্রিবিউশন [ঋণগ্রহীতা ইউনিট] টিকানা ২১/২৪ গোয়াবাগান রোড, এবিটি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৯, স্বত্বাধিকারী ১. শ্রী প্রদীপ কুমার গুপ্তা, যেখানকার বাসিন্দা ২১/১/৩, গোয়াবাগান রোড, এবিটি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৯, গ্যারান্টারদাতা ১ (১) মিসেস শীলা গুপ্তা ওরফে শ্রীমতী শীলা গুপ্তা ওরফে মিসেস শীলা গুপ্তা (জয়সওয়াল) স্বামী মি. রতন কুমার গুপ্তা (২) মিস রিঙ্কি গুপ্তা, (৩) মিসেস রূপা গুপ্তা, (৪) মিসেস অনিতা বিশ্বাস, স্ত্রী মি. গৌরাঙ্গ বিশ্বাস (৫) সোনু গুপ্তা, (মি. রতন কুমার গুপ্তার আইনি উত্তরাধিকারী, গ্যারান্টার ২ মৃত), (৬) মানি গুপ্তা, (মি. রতন কুমার গুপ্তার আইনি উত্তরাধিকারী, গ্যারান্টার ২ মৃত), (৭) অমরনাথ গুপ্তা (মি. রতন কুমার গুপ্তার আইনি উত্তরাধিকারী, গ্যারান্টার ২ মৃত)নাম অন্যায় অফিসে ২৩.০৫.২০২৬ তারিখে ডিমান্ড নোটিস জারি করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্তিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় সর্বসাধারণকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী অদ্য ২৩.০৬.২০২৬ তারিখে আইনের ধারা ১৩(৪) তথের পঠিত উক্ত রুলের রুল ৯-এর অধীনে তাঁর ক্ষমতা বলে অফারাদের নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির অধিগ্রহণ করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারকে এবং জনসাধারণকে এতদ্বারা আলোয় সম্পত্তিসমূহ নিয়ে লেনদেন না করতে সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিসমূহের কোনও লেনদেন করা হলে, নিম্নলিখিত পরিমাণের জন্য ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র-এর চার্জসাপেক্ষে গণ্য করা হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

ক্রিয়া নং ০৩০২৭ ইয়ার ২০০৮ ১ রতনকুমার গুপ্তা এবং সীলা গুপ্তার নামে ডিক্রি।
সম্পত্তির শিডিউল ১ সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ৪ ছটাক ১৩ বর্গফুট পরিমাণের জমি নামিত সম্পত্তির সম্পূর্ণ ও অবিভেদ্য অংশ তফসিলে একতলা বিল্ডিং যাতে রয়েছে ৮টি বেডরুম এবং বিয়েন্ড ওয়ান ফ্যামিলি ফ্ল্যাট বিল্ডিং যার আয়তন কমবেশি ৯৬০ বর্গফুট যার ট্রেসিংস সহ ১০ দক্ষিণ মন্য ফর্ববাস, ২৬ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার অধীনে, থানা - সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪-পরগনা, যার সর্বাস্তির মৌজা-বারাহাসফর্ববাস, আর.এস. নং ৭, তৌজি নং ১০১, জে.এল. নং ৪৭, খতিয়ান নং ১৬০৪ এবং ১৫১৭ ফর্ববাসে, দাগ নং ৩০০৯/৪৩৬০ এবং ৩০০৯ ফর্ববাসে তফসিলে শিডিউল সম্পত্তির উত্তর দিকে ৯ ফুট তফসা কমন প্যাসেজ ব্যবহারের অধিকার যেটি পূর্বদিকে কমন প্যাসেজের সঙ্গে সংযুক্ত এবং তফসিল ইয়ারদে প্রবেশ এবং অপেল লাইন, বিদ্যুতের লাইন বিছানো এবং নিকাশীনালার সাহায্যে করার অধিকার এবং শিডিউল সম্পত্তি সংলগ্ন সর্বিট প্রায়ন লাভ সীমানা দিয়ে চিহ্নিত যার চারদিকের পরিসীমা ও উত্তরে ৬ ফুট তফসা কমন প্যাসেজ, দক্ষিণে ৫ দাগ নং ৩০০৮-এর খালি জমি, পূর্বে ৫ অভিত গায়েনের বাড়ি এবং দাগ নং ৩০০৯/৪৩৫৯, পশ্চিমে ৫ মি. বাসুদেব বিশ্বাসের বাড়ি, দাগ নং ৩০০৯। জমির আয়তন ০২ কাঠা ৪ ছটাক ১৩ বর্গফুট, যেটি ইউটের তৈরি সীমানা প্রাচীর এবং বর্তমান একতলা আবাসিক বিল্ডিং দ্বারা চিহ্নিত।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১. ক্রিড নং ১৩৫০ ইয়ার ২০০২ ১ সীলা গুপ্তার নামে ডিক্রি।
সম্পত্তির শিডিউল (১) ১ চারতলা ইউনিট তৈরি বিল্ডিং পরিসরের সমগ্র অংশ তফসিল অন্যান্য সকল আউটহাউস, গাদেল স্পেস এবং অন্যান্য ইলেকশনস, ফিটিংস এবং ফিক্সচারস তফসিল একত্রে জমির যা মালিক সম্পূর্ণ ও অবিভেদ্য অংশ যার ওপার বিল্ডিং নির্মিত হয়েছে এবং/বা তৈরি করা হয়েছে, যেখানে স্থিত এবং যেহেতু মিউনিসিপাল প্রেমিসেস নং ২১/২-এ, গোয়াবাগান রোড, থানা - বেলিয়াঘাটা, কলকাতা-৭০০০১৭ এবং সংলগ্ন মাপে/স্থানে লাল সীমানা দিয়ে চিহ্নিত এবং তারদিকের পরিসীমা নিম্নলিখিতরূপে ১ উত্তরে ২ গোয়াবাগান রোড, ২ দক্ষিণে ৫ দি-ডু, দরবার রোড, পূর্বে ৫ দরবার রোড, পশ্চিমে ১ সৌমিন নিয়োগীর আওরাটাল জমি।
উপরোক্ত এর প্রেক্ষিতে শিডিউল (২) ১ একটি সেলানারদারের সমগ্র অংশ যার পরিমাণ কমবেশি ১২৪ বর্গফুট, শিডিউল পরিসরের একতলার মাঝের অংশে অবস্থিত, যেখানে স্থিত এবং রয়েছে মিউনিসিপাল প্রেমিসেস নং ২১/২৪, গোয়াবাগান রোড, থানা - বেলিয়াঘাটা, কলকাতা মেট্রোপলিটন নগরের, সেলাসনা নিন কোড নং - ৭০০০১৭,কলাম নং ৪৯, বিশ্বাস এবং নিশ্চিন্তের সংলগ্ন মাপে/স্থানে লাল সীমানা দিয়ে চিহ্নিত তফসিল জমির আনুনাতিক অংশ এবং কমন রাইট, ইজমেন্ট এবং অপারটিনান্সেস যার চারদিকের পরিসীমা নিম্নলিখিতরূপে ১ উত্তরে ২ কপোলেশন রোড অর্থাৎ গোয়াবাগান রোড, দক্ষিণে ১ প্রেমিসেস নং ২১-৩৫, গোয়াবাগান রোডের সোলাসনার আশে, পূর্বে ২ বিল্ডিংয়ের শপ রুম যা প্রেমিসেস নং ২১-৩৫, গোয়াবাগান রোডের অংশীদারের; পশ্চিমে ১ বিল্ডিংয়ের শপ রুম যা প্রেমিসেস নং ২১-২৫, গোয়াবাগান রোডের অংশীদারের।
প্রেমিসেস নং ২১/২৪, গোয়াবাগান রোড, কলকাতা-৭০০০১৭-এর একতলা একটি বাণিজ্যিক জায়গা। শপের নাম বাসেশ্বর বুক স্টল।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

ক্রিড নং ১৯২০৩৩৬৮৩ ইয়ার ২০০৪ ১ কবিতা বিশ্বাসের নামে ডিক্রি।
সম্পত্তির শিডিউল ১ ইটের তৈরি সীমানা প্রাচীর এবং জমিতে শীড় করানো ছিরুল আবাসিক বিল্ডিং যারা ডিক্রিড সালি লাগেজ সমস্ত আশ। উক্ত জমির আয়তন ২ কাঠা ৫ ছটাক, যার মধ্যে ৩.৯ শতক যা সম্পত্তির আরএস দাগ নং ৩৩৯, এলআর দাগ নং ৩৩৫, আর.এস. খতিয়ান নং ১৩০, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৩৪, জে.এল. নং ৪, তৌজি নং ২৯৯৮, মৌজা - দশঘোনা, থানা - রাজারহাট, উত্তর ২৪ পরগণা তফসল এলাকে প্রকাশ ও নির্মানের জন্য উক্তর দিকে ১২ ফুট তফসা কমন প্যাসেজ ব্যবহারের অধিকার। উত্তরে ১২ ফুট কমন প্যাসেজ, দক্ষিণে ৫ আর.এস. দাগ নং ৩৩৬, পূর্বে ৫ আর.এস. দাগ নং ৩৩৫, পশ্চিমে ১ আর.এস. দাগ নং ৩৩৫।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

ক্রিড নং ১৯১০০৬৯৩৭ ইয়ার ২০০৪ ১ রতনকুমার গুপ্তা এবং প্রদীপকুমার গুপ্তার নামে লিজড সম্পত্তি।
সম্পত্তির শিডিউল ১ প্রেমিসেস নং ২১/৩ গোয়াবাগান রোড, থানা বেলিয়াঘাটা, কলকাতা-৭০০০১৯-এর একতলার সামনের রাস্তার দিকে প্রায় ৯ ফুট - ৪.৩ ফুট এবং ১৩.৩ ফুট - ৬ ফুট পরিমাণের ১ একটি খাতের সম্পত্তি এবং অধিগ্রহণ অদ্য, যাতে চারদিকের পরিসীমা নিম্নরূপ: উত্তরে ১ গোয়াবাগান রোড, দক্ষিণে ২ ২১/৩ গোয়াবাগান রোড, কলকাতা-৭০০০১৯-এর গ্যারাজ, পূর্বে ২ ২১/৩, গোয়াবাগান রোডের সাংরোনার বর, পশ্চিমে ২ ২১/৩, গোয়াবাগান রোড, কলকাতা-৭০০০১৯-এর সীমানা প্রাচীর।
এটি একটি বাণিজ্যিক জায়গা। শপের নাম ডিভরঞ্জন দু প্রিন্টে। ডিক্র-এর ধারণ ঃ এটি ০১.১১.২০০৩ তারিখ থেকে শুরু হওয়া ৯৯ বছরের লিজ।

তারিখ ঃ ২০.০৬.২০২৬
স্থান ঃ কলকাতা
স্বাঃ
অনুমোদিত অফিসার, ইউকো ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
Bank of Maharashtra
ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
জোনাল অফিস কলকাতা
ম্যাকলিয়ড হাউস, ৩, এন এস রোড, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১, টেলি ঃ ৯৩৬৮১০৭৬৩২
ই-মেল ঃ dzmkolkata@mahabank.co.in
অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকন্সট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (১২) তথের পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল, ২০০২-এর রুল ৮-এর অধীনে ন্যস্ত ক্ষমতাবলে, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, আনোয়া বিল্ডিং প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতাদের আহ্বান জানিয়ে ডিমান্ড নোটিস ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তার প্রেক্ষিতে এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাকে এবং জনসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত তারিখে উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) তথের পঠিত উক্ত রুলের রুল ৮-এর অধীনে তাঁর ওপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিসমূহের অধিগ্রহণ করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাকে/ঋণদাতাকে এবং জনসাধারণকে এতদ্বারা নিম্নলিখিত সম্পত্তিসমূহ নিয়ে লেনদেন না করতে সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিসমূহের কোনও লেনদেন করা হলে, নিম্নলিখিত পরিমাণের জন্য ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র-এর চার্জসাপেক্ষে গণ্য করা হবে।

ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতা/ গ্যারান্টার/আইনি উত্তরাধিকারীর নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	ক) ডিমান্ড নোটিসের তারিখ খ) অধিগ্রহণের তারিখ গ) ডিমান্ড নোটিস অনুযায়ী দাবির পরিমাণ
১. মি. সোমনাথ ব্যানার্জি (ঋণগ্রহীতা) এবং মিসেস শ্যামলী ব্যানার্জি (সহ-ঋণগ্রহীতা) শাখা ঃ বর্ধমান	জমির সম্পূর্ণ ও অবিভেদ্য অংশ যাতে রয়েছে এলআর প্লট নং ৪৮১৮, এল.আর কেএইচ নং ৫১৯৪, জেএল নং ১০৬, প্লটটি/হাউস নং বিল্ডিং/উইং - ফ্লোর - ০১, আয়তনের পরিমাপ ১৪০৭ বর্গফুট, কুনামু, থানা বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, মৌজা কুনামু, এরিয়া/ডিলেজ কুনামু, তালুক/তহসিল/সাব ডিস্ট্রিক্ট - কুনামু সি, শহর - বর্ধমান, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩১০২ এবং চেম্বার ডিড নির্মাণ, চারদিকের পরিসীমা ঃ উত্তরে ঃ মি. কৃষ্ণদান ঘোষমীর সম্পত্তি, পূর্বে ঃ অসিত ঘোষমীর সম্পত্তি, পশ্চিমে ঃ নাড়ু ঘোষের রাস্তা।	ক) ২৫.০২.২০২৬ তা প্রকাশের তারিখ ৩১.০৬.২০২৬ খ) ২২.০৬.২০২৬ গ) বকেয়া পরিমাণ ঃ ৩৬,৪২,৭৯৮ টাকা (সাইত্রিশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার সাতশো চোদ্দ টাকা মাত্র) এবং ২৫.০২.২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে আর অগ্রসরের সুদ অবিষ্যত বার্ষ সুদ, অন্যান্য চার্জসমূহ
২. মি. মিলন ঘোরাই (ঋণগ্রহীতা) ও মি. অরুণ ঘোরাই (সহ-ঋণগ্রহীতা) এবং গ্যারান্টারগণ ঃ মি. সৌরভ ঘোরাই ও মিসেস সামলী ঘোরাই শাখা ঃ বর্ধমান	আবাসিক (এলআইজি)-এর ইউনিটটেনল মটগেজ সম্পত্তির সম্পূর্ণ ও অবিভেদ্য অংশ যাতে রয়েছে প্লট নং/এল নং/সিএস নং/ফাট নং/মিলকাট নং এলআর প্লট নং ১৩৭৬, প্লটটি/হাউস নং/বিল্ডিং/উইং - ফ্লোর - ০০, জমিপুর, রাজারামপুর, থানা - জামালপুর, জমিপুর রাজারামপুর জেতকীগ্রাম জিপি, এরিয়া/ভিলেজ - জেতকীগ্রাম, আয়তনের পরিমাপ ৮৭১.২ বর্গফুট, তৌসর একত্রে বিল্ডিং এবং কাঠামো/কাঠামোসহ ক্রয় যা মিনিট করা হবে তার পরিমাপ ১৯০৬ বর্গফুট যাতে রয়েছে এটি যত ৬৩৩৪ কিলোমিটার, তালুক/তহসিল/সাব ডিস্ট্রিক্ট - থানা - জামালপুর, শহর - জামালপুর, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩১০১। চারদিকের পরিসীমা ঃ উত্তরে ঃ প্লট, পূর্বে ঃ মালিকের বাসস্থান, পশ্চিমে ঃ খালি জমি।	ক) ২৩.০৩.২০১৯ খ) ২২.০৬.২০২৬ গ) বকেয়া পরিমাণ ঃ ২৬,৭৮,২৭১.৪০ টাকা (ছাব্বিশ লাখ আটাত্তর হাজার একশো এক টাকা মাত্র) এবং ডিমান্ড নোটিসের তারিখ অর্থাৎ ২৩.০৩.২০২৬ থেকে কার্যকর হয়েছে আর অবিষ্যত বার্ষ সুদ
৩. মি. জীবন্ত অধিকারী (ঋণগ্রহীতা) এবং মিসেস ইরা অধিকারী (সহ-ঋণগ্রহীতা) শাখা ঃ বর্ধমান	ফ্ল্যাটের সম্পূর্ণ ও অবিভেদ্য অংশের ইউনিটলেন মর্টগেজ যাতে রয়েছে এলআর প্লট নং ৫৫০৬/১৫৫৫, ফ্লোর-০১, কুনামু পশ্চিমপাড়া কুনামু ইউনের কাছে, পোস্ট কুনামু থানা বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমান, কুনামু ইউ কাছে, এরিয়া/ভিলেজ - কুনামু, সাব ডিস্ট্রিক্ট - কুনামু ১ জিপি, শহর - বর্ধমান, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩১০২। চারদিকের পরিসীমা ঃ উত্তরে ঃ ১২ ফুট মোরাম রাস্তা; দক্ষিণে ঃ খালি জমি, পূর্বে ঃ মালিকের বাসস্থান, পশ্চিমে ঃ খালি জমি।	ক) ২৩.০৩.২০১৯ খ) ২২.০৬.২০২৬ গ) বকেয়া পরিমাণ ঃ ১৯,৭২,১০১ টাকা (ষোল লাখ বাহাত্তর হাজার একশো এক টাকা মাত্র) এব